দীপঙ্কর দাশ।।

লেখালেখির শুরু সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগেআগে, '৮৮-তে, 'বারোমাস' আর 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় সাহিত্য লেখা দিয়ে, 'ত্রিদিব সেনগুপ্ত' ছদ্মনামে। প্রকাশিত উপন্যাস চারটে, 'তপন বিশ্বাসের খিদের বত্রিশ ঘন্টা', 'শর্মিষ্ঠার কলকাতা, শর্মিষ্ঠার পৃথিবী', 'বুলা , তোমাকে', এবং 'নিরন্তর প্রব্রজ্যায় : দ্বিতীয় খসড়া'। অনধিক কুড়িটি বড় এবং ছোট গল্প, আর ইংরিজিতে এবং বাংলায় অন্যূন তিরিশটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। নিজের কাজের এলাকা — রাজনৈতিক অর্থনীতি এবং উত্তর-আধুনিক উত্তর-ঔপনিবেশিক দর্শন এবং সংস্কৃতিচর্চা — প্রকাশিত বই (সহলেখকদের সঙ্গে), 'মার্জিন অফ মার্জিন : প্রোফাইল অফ অ্যান আনরিপেন্টান্ট পোস্টকলোনিয়াল কোলাবোরেটর'। চলছে পরের বইয়ের কাজ, 'মার্জিন অফ মার্জিন: এ পার্সোনাল রিডিং অফ ইন্ডিয়ান স্ক্রিপচারস', মূলত 'ব্রহ্মসূত্র' তথা অন্যান্য বেদান্তভাষ্যকে উত্তর-আধুনিক দর্শন দিয়ে পাঠ করার চেষ্টা। কয়েকবছর সাংবাদিকতা এবং গবেষণার পর, পেশা অর্থনীতি পড়ানো, প্রথমে পুরুলিয়ার মানবাজার কলেজে, এখন কলকাতার জয়পুরিয়া কলেজে। গ্লু-লিনাক্স আন্দোলনের শরিক হওয়ার শুরু ২০০১ নাগাদ। তারই কাজের সূত্রে, জিএলটি-মধ্যমগ্রাম নামে স্থানীয় গ্লু-লিনাক্স সংগঠনে তরুণতর এবং নভিশতর বন্ধুদের পড়ানোর সূত্রে, এই পাঠমালার শুরু। ক্লাসনোটের প্রথম খসড়া পাঠককে 'তুই/তোরা' সম্বোধন করে লেখা হয়েছিল, পরে, ভদ্রতা রাখার দায়ে পাঠমালায় 'তুই' কেটে 'আপনি' করে দেওয়া হয়েছে।